



214273 - যবে ব্যক্ৰ্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআনে কোন একটী হরফ বৃদ্ধি করল অথবা কময়ি ফলে সবে কুফরী করল

প্রশ্ন

প্রশ্ন: পরীক্ষার প্রশ্ননে ছাত্রকে যখন কোন একটী আয়াতে কারীমা দয়িে দললি পশে করতে বলা হয় তখন যবে ছাত্র আয়াতে কারীমাটির কোন একটী হরফ বা শব্দ ভুলে গেছে সবে ঐ হরফ বা শব্দটির স্থানে নিজিে মনমত একটী শব্দ লখিে আসে। কারণ সবে পরীক্ষায় পাস করতে চায়; ফলে করার ভয়ে সবে এটা করে। কনিতু সবে স্বীকার করে- সবে যা করছে সবে বকিত্তি। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য- কার্যতঃ কুরআন বকিত্তি নয়। কনিতু পরীক্ষায় ফলে করার ভয়ে সবে ভুলে-যাওয়া শব্দটির স্থানে অন্য একটী শব্দ লখিেছে। এটা কি কুরআন বকিত্তির মধ্যে পড়বে; যবে কারণে এই ছাত্র ইসলামে গণ্ডি থেকে বয়ে যাবে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

(158204) নং প্রশ্ননে উত্তরে বলা হয়ছে- যবে ব্যক্ৰ্তি নামায়েরে মধ্যে কোন সূরা পড়তে গয়িে ভুল করছে অথবা কোন একটা অংশ ভুলে গেছে সবে ব্যক্ৰ্তি ভুলে-যাওয়া অংশটি মনে করার এবং শুধরে নয়োর চেষ্টা করবে। যদি তার পক্ষে কোনভাবে সবে সম্ভবপর না হয় তাহলে সবে পরে আয়াত পড়বে অথবা সবে সূরা বাদ দয়িে অন্য কোন সূরা পড়বে। কনিতু ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কুরআনে কোন কিছু বৃদ্ধি করে -নামায়েরে মধ্যে হোক অথবা নামায়েরে বাইরে হোক- এটা মারাত্মক গুনাহ। আলমেগণ উল্লেখ করেছেন- যবে ব্যক্ৰ্তি কুরআনেরে মধ্যে কোন একটী হরফ হ্রাস করল অথবা এক হরফে জায়গায় অন্য হরফ স্থাপন করল অথবা কোন একটা হরফ বাড়য়িে দলি সবে কুফরী করল। কাযী ইয়ায (রহঃ) বলেন:

মুসলমি উম্মাহ এ ব্যাপারে ইজমা করেছেন যবে, কুরআন হচ্ছ- আল্লাহর বাণী ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে প্রতী আল্লাহর নাযলিকৃত ওহী; যা পৃথিবীর সর্ব অঞ্চলে তলোওয়াতকৃত, মুসলমানদেরে স্বহস্তে লপিবিদ্ধ, মুসহাফেরে দুই মলাটেরে মধ্যে সননবিশেতি, যার শুরু হয়ছে- **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** দয়িে এবং শেষে হয়ছে- **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ** দয়িে। কুরআনেরে মধ্যে যা কিছু আছে সবই সত্য। যবে ব্যক্ৰ্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এর একটী হরফ কমাবে অথবা একটী হরফেরে স্থানে অন্য একটী হরফ দয়িে পরবির্তন করবে অথবা এমন কিছু বৃদ্ধি করবে যা মুসলমানদেরে ইজমা (ঐকমত্য) প্রতীষ্টিতি মুসহাফে ছিল না এবং যটোর ব্যাপারে ইজমা রয়ছে যবে- তা কুরআন নয়; যবে ব্যক্ৰ্তি ইচ্ছাকৃত এসব করবে সবে কাফরে। [আল-শফি (২/৩০৪-৩০৫), আরটো দেখুন: ইবনে আমরুল হাজ্জ এর আল-তাকররি ওয়াল তাহবরি (২/২১৫)]



আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়্যাতে বলা হয়েছে (৩৫/২১৪)- কুরআন হচ্ছে- আল্লাহর বাণী, মওজযো (চ্যালঞ্জে), যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে প্রতি নাযলিকৃত, যা মুতাওয়াতির সূত্রে আমাদের নিকট পৌঁছেছে, যার মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করা হারাম; চাই সবে ভুলের কারণে অর্থ পরিবর্তিত হোক অথবা না হোক। যহেতু কুরআনের শব্দগুলো তাওকফিয়্যা (আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযলিকৃত) এবং তা আমাদের নিকট মুতাওয়াতির সূত্রে পৌঁছেছে। অতএব, এর কোন একটি শব্দে হরকত পরিবর্তন করার মাধ্যমে অথবা এক হরফের পরিবর্তে অন্য হরফ বসানোর মাধ্যমে এতে পরিবর্তন করা নাজায়যে। [উদ্ধৃতিসমাপ্ত] এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, যদি সেই ছাত্র জানে যে, এটি কুরআন নয় অথবা আয়াতের অংশ নয় তাহলে তা লিখা তার জন্য নাজায়যে। পরীক্ষার্থীর উচিত আয়াতটিকে মনে করার চেষ্টা করা। যদি সবে মনে করতে না পারে তাহলে ঐ স্থানটি ফাঁকা রেখে দেওয়া। সবে চাইলে উত্তরপত্রে লিখে দিতে পারে যে, আয়াতটির এ অংশ সবে ভুলে গেছে এবং যে ব্যাপারে সবে নিশ্চিতি নয় এমন কিছু লিখাকে সবে অপছন্দ করছে।

আল্লাহই ভাল জানেন।